সুনীল - হুমায়ূন স্মৃতিতে একুশে একাডেমীর অর্ঘ্য

তাদের কি দেখা হয়েছে!

হঠাৎ করেই সব কেমন ওলট পালট হয়ে গেল। জমজমাট রাজ্যপাট ছেড়ে রাজা অকস্মাৎ বনবাসে গেলে যেমন হয়। বাংলা সাহিত্যের দুই রাজা। হ্যা, রাজাই তো, সুনীল আর হুমায়ূন। কয়েকদিনের ব্যবধানে দুজনেই রাজ্যপাট ফেলে চলে গেলেন দূরে কোথাও। অন্যভুবনের দিকশূন্যপুরে । সে যে কোন জগৎ আমাদের কারও স্পস্ট কোন ধারনা নেই। আমরা কেবল তাদের লিখে যাওয়া অযুত কাহিনী, চরিত্র হাতড়ে মরি। খুঁজতে খুঁজতে অজান্তেই ডুব দেই স্মৃতির ঘোলা জলে। দেখতে পাই, সন্তু আর কাকাবাবুর সাথে খেলছে শৈশব। মিসির আলী সাহেবের ঘরের জানালায় উঁকিঝুঁকি মারা কৌতুহলী কৈশর। ময়ূর পাহাড়ের উপরে হলুদ পাঞ্জাবীতে দেখি আমাদেরই অস্থির যৌবন। ময়ূরাক্ষীর জলে নেয়ে এসে, নীরা আর রূপা হয়ে উঠে রক্তমাংসের দুইনারী। কেউ জানেনা এমন কত অন্তরঙ্গ স্মৃতি। সব ফেলে দুই নৃপতি যে কোন শূন্যে বিলীন হলেন! তাদের কি দেখা হয়েছে! আমি এবং আমরা আকাশ পাতাল ভাবি। এ কোন শূন্যতা করোটিতে? নবজাতকের মতন এ কেমন ব্যাকুলতা বুকে?

আসুন, সেই ব্যাকুলতা দিয়ে লিখি, সময়ের দুই শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালীর এপিটাফ।

কবে: রবিবার, ১১/১১/১২

কখন: দুপুর ২:০০

কোথায়: Burwood Welfare Community Centre, 45 Belmore St, Burwood NSW 2145

একুশে একাডেমী অষ্ট্রেলিয়া ইনক